ঈশ্বরের রাজ্যের নিগূঢ়তত্ত্ব (৩)

মার্ক ৪:৩০-৩৪

গত দু-সপ্তাহে আমরা তিনটি দৃষ্টান্তের দ্বারা ঈশ্বরের রাজ্য সম্বন্ধে যীশুর ব্যাখ্যা দেখেছি। প্রথমটি প্রদীপ, দ্বিতীয়টি মাপযন্ত্র এবং তৃতীয়টি ছিল বীজের গোপন বৃদ্ধি। আজ আমরা ৪র্থ দৃষ্টান্তটি দেখতে চলেছি। এটি ছোট্ট সরিষা বীজের বিষয়। যীশু দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ উদাহরণ বা ঘটনা ব্যবহার করে ঈশ্বরের রাজ্যের গোপন নিগূঢ়তত্ত্বসমূহ আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন। সহজ, সরল, সাধারণ বিষয়ের মাধ্যমে অসাধারণ জ্ঞানভাণ্ডার আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন।

যীশুর সময়ে, কোন বিষয়ের ক্ষুদ্রত্ব প্রকাশের জন্য একটি প্রবাদ বাক্য ছিল, "সরিষা দানার ন্যায় ক্ষুদ্র।" আমরা যেমন বলে থাকি, "জলের মত পরিষ্কার," বা "আকাশের ন্যায় নীল।" এখন এই ধরনের কথাগুলি বৈজ্ঞানিক চুলচেরা বিচার অনুসারে সঠিক নয়। কারণ, জলের থেকেও বেশি পরিষ্কার এমন অনেক জিনিস আছে; বা আকাশও সবথেকে নীল নয়। কিন্তু এমন বাক্‌ধারা ব্যবহারের দ্বারা আমরা আমাদের মনের কথাকে দৃশ্যগ্রাহ্য উদাহরণের মাধ্যমে প্রকাশ করতে চাই। ঠিক একইভাবে, যদিও সব বীজের মধ্যে সরিষা-দানা সবথেকে ছোট নয় (হয়তো অর্কিডের দানা সবথেকে ছোট); তাহলেও সরিষা বীজ সত্যিই ছোট, এবং যীশুর সময় ছোট বিষয়কে নির্দেশ করতে সরিষা বীজকেই নির্দেশ করা হত। আকারে ছোট হলেও, এর থেকে বড় গাছ তৈরি হয়। সরিষা-দানার ক্ষুদ্রত্বকে পরবর্তী বৃদ্ধির সঙ্গে তুলনা করে, যীশু এখানে ঈশ্বরের রাজ্যের একটি দিক তুলে ধরেছেন। এর ক্ষুদ্র সূচনা দেখে যেন আমরা এর মধ্যে অন্তর্নিহিত শক্তি বা ক্ষমতাকে অস্বীকার না করি। ৪র্থ প্যারাডক্স। যদিও ঈশ্বরের রাজ্যের সূচনা ক্ষুদ্র, তথাপি তা বিশ্বব্যাপী ব্যাপ্ত হবে।

ক। দৃষ্টান্ত

এর দ্বারা যীশু ঈশ্বরের রাজ্যের বর্ণনা করেছেন। ঈশ্বরের রাজ্যের বিভিন্ন দিককে যীশু বিভিন্ন দৃষ্টান্তের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। যীশুর শিক্ষায় ঈশ্বরের রাজ্য এবং এই রাজ্যে জীবনযাত্রা সর্বদাই বিশেষ অংশ অধিকার করেছিল। ৩১-৩২ পদে যীশু সরিষা-দানার ক্ষুদ্রত্বকে প্রথমে প্রকাশ করেছেন। তারপর, এই ক্ষুদ্রত্বকে পরবর্তী বর্ধিত আকারের সঙ্গে তুলনা করেছেন। সবাই জানত সরিষা দানা কত ছোট। যীশু তাই, সবার জানা এমন বিষয়কে ব্যবহার করে ঈশ্বরের রাজ্য সম্বন্ধে শিক্ষা দিলেন। সরিষা দানাকে যদি হাতের তালুতে রাখা যায়, তাহলে, সামান্য বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়; আর তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। এমন সামান্য, ক্ষুদ্র বীজ, যাকে সহজেই উপেক্ষা করা স্বাভাবিক; কিন্তু এর মধ্যে লুকিয়ে আছে এক বিরাট শক্তি বা ক্ষমতা। পরে এই শক্তির বাহ্যিক প্রকাশ ঘটে, যখন সেই বীজ মাটিতে পড়ে গাছ হয় ও বর্ধিষ্ণু আকার ধারণ করে।

খ। প্রয়োগ

এখানে দৃষ্টান্তটি ঈশ্বরের রাজ্যের প্রতি প্রয়োগ করা হয়েছে। যীশু সরিষা দানার সঙ্গে ঈশ্বরের রাজ্যকে তুলনা করেছেন। সরিষা দানার ন্যায় ঈশ্বরের রাজ্য ক্ষুদ্র ও সামান্য আকারে শুরু হয়েছে, কিন্তু তা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে, যা শেষে বিরাট আকার ধারণ করবে। শুরু এত ক্ষুদ্র যে, তা সহজেই মানুষের চোখ এড়িয়ে যায়, কিন্তু পরিণতি সকলের

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

চোখে ধরা পড়বে। বাইবেলে গাছের দ্বারা সাধারণত শক্তিশালী ব্যক্তি বা জাতিকে উপস্থাপিত করা হয়েছে। তাই, এখানে ঈশ্বরের রাজ্যের বৃদ্ধিকে এমন গাছের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, যে গাছে পাখীরা বাসা পর্যন্ত বাঁধে (অন্য সমস্ত জাতি আশীর্বাদ পায়, যিহিষ্কেল ১৭:২২-২৪)।

প্রায় দু-হাজার বছরেরও আগে ঈশ্বরের রাজ্যের বীজ, খুবই ক্ষুদ্র ও সামান্য আকারে যীশু খ্রীস্টের দ্বারা বুনা হয়েছে। কিন্তু সেই ছোট্ট মণ্ডলী আজ পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। কারণ, এর মধ্যে লুকিয়ে আছে বিরাট শক্তি, ক্ষমতা। আজও সেই বীজ আমাদের দ্বারা বুনা হচ্ছে, আজও একইভাবে তা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। পৃথিবীর ৬০০ কোটি মানুষের শতকরা ৩৩ ভাগ মানুষ আজ খ্রীস্টবিশ্বাসী। কিন্তু এই দৃষ্টান্তে আকার বা আয়তন মূল বিষয় নয়। মূল বিষয় হল ঈশ্বরের রাজ্যের পূর্ণতার পরিণতি। মন্দতা দূরীকৃত হবে, ন্যায় স্থাপিত হবে, দুঃখ, কষ্ট, অশ্রু বা মৃত্যুর শেষ হবে। সমস্ত জাতি, ভাষা ও গোষ্ঠীর মানুষ ঈশ্বরের প্রশংসা করবে।

মথি ১৭:২০ এবং লুক ১৭:৬ পদে যীশু আবার সরিষা দানার উদাহরণ দিয়েছেন। কিন্তু সেখানে একে বিশ্বাসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, "আমাদের যদি সরিষা-দানার ন্যায় বিশ্বাস থাকে, আমরা পর্বতকেও সরিয়ে দিতে পারব।" অর্থাৎ, মহাপরিবর্তন সাধন সম্ভব। আমাদের বিশ্বাস 'ছোট' কিন্তু বিশ্বাসের বস্তু (ঈশ্বর) 'বড়', তাই, এ কাজ সম্ভব। ক্ষুদ্র সূচনাকে আমরা তুচ্ছ করব না।

গ। শিক্ষা

বিশ্বাসী আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে মহাশক্তি লুকিয়ে আছে। কারণ আমাদের কাছে আছে ঈশ্বরের রাজ্যের বীজ, ঈশ্বরে বিশ্বাস। আমার, আপনার মধ্যে খ্রীস্টের শক্তি বর্তমান। আমরা চাই এই শক্তির সুষ্ঠ প্রকাশ (সখরিয় ৪:১০)। সাফল্য লাভ বা উন্নতি আমাদের সকলের কাম্য। আমরা চাই আমাদের সন্তানদের সাফল্য, স্বামী বা স্ত্রীর সাফল্য, মণ্ডলীর সাফল্য। খ্রীস্টের কার্যকারী হিসাবে আমরা চাই মঙ্গল বার্তার দ্বারা আমাদের দেশকে জয় করতে। কিন্তু হয়তো আমরা আমাদের ক্ষমতায় ঘাটতি অনুভব করছি, তাই ব্যর্থ হচ্ছি। কিন্তু এই দৃষ্টান্তের মাধ্যমে আমরা শিক্ষা পাচ্ছি যে, আমাদের নিজেদের ক্ষমতায় অধিকারী হতে হবে না, কিন্তু ঈশ্বরের ব্যবহারের জন্য আমাদের নিজেদের সঁপে দিতে হবে। আমাদের কল্পনার থেকেও বেশি, ঈশ্বর আমাদের তাঁর রাজ্যের সুসমাচারের দ্বারা ক্ষমতাবান করেছেন। আমাদের মধ্যে তিনি তাঁর পুত্রের জীবন দান করেছেন। সরিষা বীজের ন্যায় আমাদের মাঝে ঈশ্বরের শক্তি সুপ্ত অবস্থায় বর্তমান। উদাহরণ— পাষ্টার হেলমুট থিলিকে বনাম হিটলার। জগতের রাজ্য নয়, কিন্তু ঈশ্বরের রাজ্যই পূর্ণতা পাবে।

বর্তমান বাহ্যিক ঘটনাবলি হয়তো আপনার বা আপনার সন্তানের মধ্যে এই শক্তির উপস্থিতির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছে। কিন্তু তা দেখে যেন আমরা আশাহত না হই, কারণ তিনি অলৌকিক কার্যকারী ঈশ্বর। তাঁর অসাধ্য কিছু নেই। আমাদের প্রয়োজন (১) আগ্রহী হৃদয়, (২) খ্রীস্টের সান্নিধ্যে জীবন, (৩) তাঁর প্রতিজ্ঞাসমূহের সঠিক উপলব্ধি, (৪) দর্শন, (৫) প্রার্থনা, এবং (৬) কঠিন পরিশ্রম।